



301678 - মানুষেরে দুনিয়াবী জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা সবই ইসলামী শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন

ইসলামী শরীয়তে কিসকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিস্তারিত সমাধান রয়েছে? যদি এমন কোনো নতুন কিছু ঘটবে যা ইসলামী শরীয়তে নাই, তাহলে কোন উৎস থেকে বিষয়টির সমাধান গৃহীত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য যে শরীয়ত (আইন) অবতীর্ণ করেছেন তা মানুষদের আকীদা, ইবাদত ও লেনদেনের যাবতীয় প্রয়োজনকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ এটি চূড়ান্ত শরীয়ত, যা নিয়ে শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। তার পরে কোনো নবী নাই, তার শরীয়তের পরে কোনো শরীয়ত নাই। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম শেষে যমানায় নামার পর এই শরীয়ত অনুসারে ফয়সালা করবেন।

যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করবে, সুন্নাহ পড়বে এবং ফকীহ ও সমসাময়িক মাসয়ালার বইসমূহ পড়বে, সে বিষয়টি নিশ্চিতিভাবে জানতে পারবে।

শরয়ি বধিনগুলো কুরআন-সুন্নাহতে হয়তো প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয়েছে। এর অধীনে শরয়িতের বধিবিধানের মূলনীতিসমূহ ও মানুষের খুঁটিনাটি যা কিছু প্রয়োজন হয় সেগুলোর অধিকাংশ বধিন অন্তর্ভুক্ত।

কথিবা বধিনগুলো প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান নাই। কিন্তু, একজন ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) অন্যান্য শরয়ি দলীলরে ভিত্তিতে এগুলোর বধিন জানতে সক্ষম হবেন। সেই অন্য দলীলগুলোর উদাহরণ হলো: সাহাবীদের বর্ণনা, প্রত্যক্ষ বধিনগুলোর উপর কয়িস, ইস্তিসহাব (আদি অবস্থা বহাল থাকা), মাসলহি মুরসালাহ, সাদ্দুয যারায়ে (অন্যের পথরোধ করা)।

এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেন:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْمُؤْتَرِينَ

“(বলুন,) আমি কি তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও হুকুমদাতা খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে বসিতারতিভাবে কতিব নাযলি করছেন। আর আমি যাদেরকে কতিব দিয়েছি তারা জানে যে, এটি সত্যকারভাবে আপনার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অতএব, আপনি কিছুতেই সন্দেহে পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” [সূরা আন’আম: ১১৪]

এছাড়া আল্লাহ বলেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“আমি আপনার প্রত্যেক কতিব নাযলি করছি; সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে।” [সূরা নাহল: ৮৯]

হাদীসে এসেছে: “তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি কাজের নরিদশেই আমি দিয়েছি। তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন প্রতিটি কাজ করতে আমি নিষিধে করছি। সুতরাং তোমাদের কউে যনে রযিকি আসতে দরৌ হওয়ার অভিযোগ না করে। জবিরীল আমার অন্তরে ফুঁকে দিয়েছে যে, তোমাদের কউে ততক্ষণ দুনিয়া থেকে বরে হবে না যতক্ষণ সে তার রযিকি পূর্ণ না করবে। সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রযিকি অনুসন্ধানকে সুন্দর করো। তোমাদের কারো রযিকি আসতে দরৌ হলে সে যনে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে সটেরি অনুসন্ধান না করে। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা দিয়ে তার অনুগ্রহ পাওয়া যায় না।” [হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তার মুসান্নাফ (৩৪৩৩২) এবং হাকমে তার মুস্তাদরাক (৫/২) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব’ (১৭০০) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করছেন]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘শরয়ি বখানসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত:

একটি ভাগ আছে যেটি শরীয়তপ্রণতো দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করছেন। যমেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“তোমাদের জন্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ করা হয়েছে: মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী। ...” [সূরা মায়দো: ৩] আয়াতটির শেষে পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

“উল্লিখিত কয়কে প্রকার নারী ছাড়া অন্য সব নারীকে বয়ি করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।”[সূরা নসি: ২৪] অর্থাৎ ঐ নারীদেরকে। এ ধরণের উদাহরণ অনেকে।

অন্য ভাগ হচ্ছে যা শরীয়তপ্রণতো নরিদষ্টিভাবে সরাসরি ব্য়কৃত করেননি। কন্টি, শরীয়তের সাধারণ নীতি ও ব্যাপক দলিলের মধ্যে উল্লিখে করছেন। যহেতে শরীয়ত সকল ইস্যুকে অন্তর্ভুক্তকারী সাধারণ। আর প্রত্যকে মাসআলায় আলাদা সরাসরি ব্য়কৃতব্য প্রদান করা সম্ভবপর নয়। কারণ এর জন্য বহু কতিবরে প্রয়োজন হবে; যগুলো বহন করার জন্য বহু উট বা বহু গাড়িও যথেষ্ট হবে না।

কন্টি কিছু সাধারণ মূলনীতি দিয়ে আছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি তার যে সমস্ত বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন তারা শাখাগত একক মাসয়ালাগুলোকে সাধারণ মূলনীতির অধিকৃত করতে সক্ষম হন। যমেন: “ক্ষত করা নয়; পাল্টাপাল্টি ক্ষত করাও নয়।” এই হাদীসটির সহি হওয়া নিয়ে যদিও প্রশ্ন আছে তবে শরীয়তের মূলনীতিসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মূলনীতির অধিকৃত হতে পারে এমন হাজার হাজার মাসয়ালা যগুলোতে ক্ষতি বিদ্যমান এবং এমন আরও হাজারও মাসয়ালা যগুলোতে পাল্টাপাল্টি ক্ষতি বিদ্যমান। যদিও সে মাসয়ালাগুলোর ব্যাপারে সরাসরি কোন ব্য়কৃতব্য (নস) নেই।

উদাহরণস্বরূপ আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় দুজন লোকের মাঝে বিবাদ ছিল। একজনরে দুখণ্ড জমি ছিল। তার জমদ্বয়রে মাঝখানে অন্যজনরে একটি জমি ছিল। দুইটি জমরি মালিকি চাইল যে মাঝরে জমরি উপর দিয়ে তার একজমি থেকে অপর জমতিে পানি প্রবাহতি করতে। কন্টি মাঝরে জমরি মালিকি এতে সম্মত হল না। সে বলল: ‘আমার জমরি উপর দিয়ে তুমি পানি প্রবাহতি করতে পারবে না।’ বিষয়টি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবরে কাছে উত্থাপন করা হল। তখন তিনি জিরেরপূর্বক তার জমরি উপর দিয়ে পানি প্রবাহতি করার নরিদশে দিয়ে বললেন: ‘তোমার পটেরে (অথবা বললেন: পঠিরে) উপর দিয়ে হলেও পানি প্রবাহতি করব।’ কারণ এই প্রতিবিশেী তার জমরি উপর দিয়ে পানি প্রবাহতি করতে অসম্মতি জানিয়ে তার প্রতিবিশেীর ক্ষত করিতে চয়েছিল। নতুবা এই কাজে তার উপকারই ছিল। অর্থাৎ প্রবাহতি এই পানি দিয়ে সে কিছু বপণ করতে ও চাষ করতে পারত। সুতরাং এতে উভয়রেই কল্যাণ নহিতি।’[লিকাউল বাবলি মাফতুহ (১৮/১২২) থেকে সমাপ্ত]

আমরা যে আয়াতগুলো উল্লিখে করলাম সেগুলো থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র কুরআনেই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনরে বিবরণ রয়েছে। আলমেদের দৃষ্টিতে এর দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে:

এক: কুরআনে মধ্যে সুন্নাহ, ইজমা ও কয়াস প্রমাণ হওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যকে যে বধিান এ দলীলগুলোর মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে সেগুলোর ক্ষতেরে এ কথা বলা সঠিকি হবে যে: কুরআনে এর প্রমাণ রয়েছে।

দুই: কুরআনে কোনও না কোনও দিকি থেকে বহানটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এমনকি কোনও কোনও মাসয়ালায় যদি সটো البراءة الأصلية (আদি মুক্ততা) বহাল রাখার মাধ্যমে হয় তবুও।

যদিও এখানে আলোচনার বিষয় কুরআন সকল বধি-বধানকে অন্তর্ভুক্ত করছে এ বিষয়টি সাব্যস্ত করা নয়; বরং এখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য উৎসগুলো যাবতীয় বধি-বধানকে অন্তর্ভুক্ত করছে সটে বর্ণনা করা। তবুও দ্বিতীয় পয়েন্টের পক্ষে আল-রাযী (রহঃ) যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সটে আমরা এখানে অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে উল্লেখ করছি। তিনি প্রথম প্রথম মতটি উল্লেখ করে বলছেন যে সটে অধিকাংশ ফকীহের মত।

আল-রাযী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘কুরআন সকল উসূলী (মূলনীতি) ও শাখাগত (ফকীহী) জ্ঞানকে ধারণ করে না— তার এমন বক্তব্যের ব্যাপারে আমি বলব: উসূলরে জ্ঞান এতে (কুরআনে) পুরোপুরি রয়েছে। কারণ মৌলিক দলীলগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও মতভেদের বিস্তারিত উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নাই।

আর শাখাগত জ্ঞানরে বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলব:

এ বিষয়ে আলমেদের দু’টি মত রয়েছে:

প্রথম মত: তারা বলেন যে, কুরআন প্রমাণ করে যে ইজমা, খবর ওয়াহদি ও কয়াস শরীয়তের প্রমাণ। সুতরাং প্রত্যেকে যে মাসয়ালার পক্ষে এই তিনটি মূল দলিলের কোন একটি প্রমাণ করে সটে কার্যত কুরআনে রয়েছে।

ওয়াহদী রাহমাহুল্লাহ এ কথার সপক্ষে তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন:

প্রথম উদাহরণ: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: ‘আমি কখনো তাকে অভিশাপ দিই না যাকে আল্লাহ তার কতিবায় অভিশাপ দিয়েছেন?’ তিনি বুঝতে চেষ্টা করে যে নারী উল্কি আঁকে, যার গায়ে উল্কি আঁকা হয় এবং যে নজিহে পরচুলা লাগায়, যে অন্যকে লাগিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে এক মহিলা পুরো কুরআন পড়ার পর তার কাছে এসে বলেন: ‘হে ইবনে উম্মে আব্দ! আমি গতরাত্রে দুই মড়ে করে ভেতরে থাকা পুরো কুরআন পড়েছি। কিন্তু কতোটা উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কিগ্রহণকারীকে অভিশাপ দেওয়ার কথা পাইনি।’ ইবনে মাসউদ বললেন: ‘তুমি যদি পড়তে তাহলে পয়ে যেতে। আল্লাহ তাআলা বলছেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [সূরা হাশর: ৭] ‘আমাদেরকে রাসূল যা দিয়েছেন তার মাঝে এটাও রয়েছে যে: ‘আল্লাহ উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কিগ্রহণকারীকে অভিশাপ দি।’

আমি বলব: আল্লাহর কতিবায় এর চয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কারণ আল্লাহ সূরা নসায় বলেন: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ ‘তারা (মুশরকরা) কেবল অবাধ্য শয়তানকে ডাকে; যাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।’ [সূরা নসি:

১১৭, ১১৮] আল্লাহ শয়তানকে অভিশাপ দিচ্ছেন। তারপর তার বশে কিছু মন্দ কাজের বিবরণ দিচ্ছেন। তন্মধ্যে একটি মন্দ কাজ হিসেবে উল্লেখ করছেন: **وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ** “আমি অবশ্যই তাদেরকে আদর্শে দাবি যার ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।” [সূরা নসি: ১১৯] উক্ত আয়াতের প্রত্যক্ষ অর্থ দাবি করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করা অভিশাপ দয়াকে আবশ্যক করে।

দ্বিতীয় উদাহরণ: বর্ণনা আছে শাফয়ী রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে হারামে বসে ছিলেন। তিনি বললেন: ‘তোমরা আমাকে যে বিষয়ই প্রশ্ন করবে আমি তার উত্তর কুরআন থেকে দাবি।’ এক লোক বলল: ‘ইহরাম পরহিত্তি ব্যক্তি যদি ভীমরুল হত্যা করে, তার ব্যাপারে কী বলবে?’ তিনি বললেন: ‘তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ নাই।’ লোকটা বলল: ‘আল্লাহর কতিব এটি কোথায় আছে?’ শাফয়ী বললেন: আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

“রাসূল তোমাদেরকে যা দিচ্ছেন তা তোমরা গ্রহণ করো।” তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সনদসহ বর্ণনা করেন: “তোমরা আমার সুন্নত ও আমার পরে সত্যপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নত অনুসরণ করবে।” তারপর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করলেন যে: “ইহরাম পরহিত্তি ব্যক্তি ভীমরুলকে মারার অধিকার আছে।”

ওয়াহদী বলেন: “তিনি আল্লাহর কতিব থেকে তিনি ধাপে উদ্ভাবন করে জবাব দলিলে।”

আমি বলব: এখানে আরও কাছের একটি পদ্ধতি রয়েছে। সটেই হচ্ছে: মুসলিমদের সম্পদে মূল অবস্থা হচ্ছে হস্তক্ষেপের উদ্ভবে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন: **لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ** “সে যা (ভালো) উপার্জন করে তার সুফল তার প্রাপ্য, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করে তার কুফলও তার প্রাপ্য।” [সূরা বাকার: ২৮৬] তিনি আরো বলেন: **وَلَا يَسْأَلُكُمُ** “তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চান না।” [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৬] তিনি আরো বলেন: **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ** “তোমরা পারস্পরিক সম্মতভাবে ব্যবসা ছাড়া একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।” [সূরা নসি: ২৯] সুতরাং আল্লাহ ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় মানুষের সম্পদ খতে নষিধে করছেন। তাই ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা মূল নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতএব, এই ব্যাপকতার দাবি হচ্ছে, যে ইহরামকারী ব্যক্তি ভীমরুল হত্যা করলে তার উপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। কারণ এই ব্যাপক বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরা এক স্তরেই হুকুম আবশ্যক করে। ...

তৃতীয় উদাহরণ: ওয়াহদী বলেন: ব্যভিচারী মজুরের হাদীসে বর্ণনা আছে: তার বাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: ‘আমাদের মাঝে আল্লাহর কতিব অনুসারে বিচার করুন।’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কতিব অনুসারে বিচার করব।” তারপর তিনি ঐ মজুরের ক্ষত্রে তিনি চাবুকাঘাত ও এক বছরের জন্য দশোন্তররে ফয়সালা করলেন। আর নারী যদি ব্যভিচারের বিষয়টি স্বীকার করে তাহলে

তাকে প্রস্তুতরাঘাতে হত্যার নরিদশে দলিনে।

ওয়াহদৌ বলনে: কুরআনে চাবুকাঘাত ও দশোন্তররে কথা উল্লেখ নহে। এটি প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত ফয়সালা করছেন সেটাই আল্লাহর কতিব।

আমি বলি: এই উদাহরণ সত্য। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন: **لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** “যাতে মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে।” [সূরা নাহল: ৪৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কছির ববিরণ দিয়েছেন তা এই আয়াতরে অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং এই উদাহরণসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে কুরআন যেহেতু প্রমাণ করেছে ইজমা প্রমাণ, খবরে ওয়াহদে প্রমাণ ও কয়্যাস প্রমাণ, সেহেতু এই তিনটির মাধ্যমে যে বধিনই সাব্যস্ত হয়েছে তা মূল কুরআনের দ্বারাই সাব্যস্ত। এর মাধ্যমে আল্লাহর এই বাণীর যথার্থতা সাব্যস্ত হয়: **مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** “আমরা কতিবে কোনে কছির উল্লেখ করতে অবহলো করনি।”

এটিই এই মতরে মূলকথা। অধিকাংশ ফকীহ এই মতটি সমর্থন করছেন ...

দ্বিতীয় মত: এই আয়াতরে ব্যাখ্যায় কারো মত হচ্চে কুরআন সকল বধিনের ববিরণকে অন্তর্ভুক্তকারী।

এর ব্যাখ্যা হচ্চে: সব ধরনের শরয়ী দায়তিবের (তাকলীফ) ক্ষেত্রে মূল বা প্রকৃত অবস্থা হচ্চে ব্যক্তি এগুলো থেকে দায়মুক্ত থাকা। কারো দায়তিবে কছির আসার জন্য পৃথক দলীল প্রয়োজন। যে বিষয়ে কোনে দায়তিব বর্ণতি হয়নি, সে রকম কোনে প্রকারের ববিরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে সমস্ত বিষয়ে কোনে দায়তিব বর্ণতি হয়নি, সেগুলোর প্রকারভেদে অগণতি। আর অসীম পরিমাণের ববিরণ দেওয়া অসম্ভব। বরং ববিরণ দিতে হয় এমন কছির যা সীমতি বা গণনা করা যায়।

যমেন ধরণ: আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের উপর এক হাজার দায়তিব আছে। তিনি কুরআনে তা উল্লেখ করছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই হাজার দায়তিব পৌঁছে দেওয়ার নরিদশে দিয়েছেন। তারপর বলছেন: “আমরা এই কতিবে কোনে কছির উল্লেখ করতে অবহলো করনি।” তার অর্থ হচ্চে সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে এই এক হাজারের পর আল্লাহর প্রতি আর কোনে দায়তিব নহে। তারপর আল্লাহ এই আয়াতকে জোরদার করে বলছেন: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ** “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম।” [সূরা মায়দো: ৩] তিনি আরো বলছেন: **وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ** “যে আরদ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখতি রয়েছে।” [সূরা আন’আম: ৫৯] এই মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা এটাই। এর বিস্তারতি ববিরণের উপযুক্ত স্থান উসূলুল ফকিহের গ্রন্থ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। [তাফসীরুর রাযী (১২/৫২৭, ৫২৮) থেকে সমাপ্ত]



বশিষে দ্রষ্টব্য:

আল্লাহর বাণী: **مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** “আমরা এই কতিবকে কোনোটো কিছুই উল্লেখ করতঃ অবহলো করনি।”[সূরা আনআম: ৩৮] এর ক্ষত্রেঃ সঠিকি মত হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফুয, যখনে তিনি সৃষ্টকুলরে ভাগ্য লখিঃ রেখেছেন। আয়াতটির তাফসীরে এটিই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থকে বর্ণতি মত।

তবে দলীল পশেরে জন্য এই আয়াতরে পরবির্তঃ আল্লাহর নমিনোক্ত বাণীই যথেষ্ট:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“আমতিতোমার কাছঃ সবকছির সুস্পষ্ট বর্ণনা হিসেবে কতিব (কুরআন) নাযলি করছে।”[সূরা নাহল: ৮৯]

দখুন: তাফসীরু ইবনে জারীর (৯/২৩৪), তাফসীরু ইবনে কাসীর (৩/২৫৩), তাফসীরু সা’দী (পৃ. ২৫৫)।

দুই:

যদি নতুন কোনোটো পরসিথতি সৃষ্টি হয় যার কথা আল্লাহ তাআলার কতিব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাতে নহে, যমেন: চকিৎসা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় যমেন: ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, জনেটেকি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজিটাল মুদ্রায় লনেদনে প্রভৃতি। তাহলে এই সমস্ত বিষয়রে হুকুম প্রদান করার জন্য আলমেরা কয়্যাস, ইস্তমিবাত (উদ্ভাবন), সাধারণ মূলনীতি প্রয়োগ এবং শরয়িতরে উদ্দেশ্যসমূহ বিবিচনা করে ইজতহিদ করবনে।

বিষয়টি যমেনই হোক, আলমেদরে জন্য শরীয়ত অনুসারে এর বধিান উদঘাটন করা সম্ভব। এমনকি কোনোটো নকলী দলীল না থাকলে মটৌলকি বধৈতা অথবা নষিধোজ্জোর মূলনীতি ব্যবহার করার মাধ্যমে হতে পারে। এমন কোনোটো মাসয়ালা নহে যার বধিান ইসলামী শরীয়তে নহে।

আরও জানতে দেখুন: শাইখ শাঙ্কীত্বীর ‘তাফসীরু আদ্বওয়াউল বায়ান’-এ আল্লাহর এই আয়াতরে ব্যাখ্যা: **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ** “নশিচয়ই এই কুরআন সর্বাপেক্ষা সঠিকি পথ দেখায়।”[সূরা ইসরা: ৯]

সারকথা হলো:

মানুষরে যাবতীয় বিষয়ে যে সমস্ত বধি-বিধিান প্রয়োজন হয়, শরীয়ত সগেলোককে পরবিযাপ্ত করছে। কারণ এটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনরে সর্বশেষে শরয়িত, যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا



“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়দা: ৩]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।